১

পল্লী জনগোষ্ঠীর দ্রুত অবস্থা নিরূপণ
(Rural Rapid Appraisal)
— পদ্ধতি ও কৌশল

পল্লী জনগোষ্ঠীর দ্রুত অবস্থা নিরূপণ
(Rural Rapid Appraisal)
– পদ্ধতি ও কৌশল

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

- প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সহায়িকা ও প্রতিবেদন ১৭
- প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা ৪০
- প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে ব্যবহৃত হ্যান্ডআউটসমূহ ৪১
- প্রশিক্ষণ ফলো–আপ কর্মশালা–১ (পটুয়াখালী) ৯১
- প্রশিক্ষণ ফলো–আপ কর্মশালা–১ (বরগুণা) ১০০
- প্রশিক্ষণ ফলো–আপ কর্মশালা–২ (পটুয়াখালী) ১০৫
- প্রশিক্ষণ ফলো–আপ কর্মশালা–২ (বরগুণা) ১০৯
- মাঠ জরীপ বিশ্লেষণ ও চূড়ান্তকরণ কর্মশালা–উপকূলীয় জেলে সম্প্রদায়ের দ্রুত অবস্থা নিরূপণ জরীপের ফলাফল ১১১

পল্লী জনগোষ্ঠীর দ্রুত অবস্থা নিরূপণ কৌশল ও পদ্ধতি

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

দিন/সময়					বিষয়
প্রথম দিন					
০৯০০	ঃ	১০০০	ঘন্টা	ঃ	পরিচিতি পর্ব ও জড়তা কাটানো
১০০০	ঃ	১১০০	”	ঃ	প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা ও উদ্দেশ্য
১১০০	ঃ	১১১৫	”	ঃ	বিরতি
১১১৫	ঃ	১২০০	”	ঃ	প্রশিক্ষণ নীতিমালা
১২০০	ঃ	১৩০০	”	ঃ	অংশগ্রহণকারীদের ভূমিকা নিরূপণ
১৩০০	ঃ	১৪০০	”	ঃ	বিরতি
১৪০০	ঃ	১৫৩০	”	ঃ	মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের সমস্যাসমূহ বিশ্লেষণ
১৫৩০	ঃ	১৬৩০	”	ঃ	আত্ম-বিশ্লেষণ
১৬৩০	ঃ	১৭০০	”	ঃ	প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া মূল্যায়ন
দ্বিতীয় দিন					
০৯০০	ঃ	১২০০	ঘন্টা	ঃ	মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ
১২০০	ঃ	১৩০০	”	ঃ	উন্নয়ন ধারণা, অর্থ এবং পন্থা
১৩০০	ঃ	১৪০০	”	ঃ	বিরতি
১৪০০	ঃ	১৫০০	”	ঃ	উন্নয়নের সংজ্ঞা
১৫০০	ঃ	১৬৩০	”	ঃ	মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের উন্নয়নে মৎস্য অধিদপ্তরের ভূমিকা
১৬৩০	ঃ	১৭০০	”	ঃ	প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া মূল্যায়ন
তৃতীয় দিন					
০৯০০	ঃ	১০০০	ঘন্টা	ঃ	সম্প্রসারণের ভূমিকা
১০০০	ঃ	১১০০	”	ঃ	বে-অব বেঙ্গল প্রোগ্রাম সংক্রান্ত তথ্যাবলী
১১০০	ঃ	১১১৫	”	ঃ	বিরতি
১১১৫	ঃ	১৩০০	”	ঃ	অংশগ্রহণমূলক যোগাযোগ প্রক্রিয়া
১৩০০	ঃ	১৪০০	”	ঃ	বিরতি
১৪০০	ঃ	১৫০০	”	ঃ	তথ্যচক্র (Information Matrix)
১৫০০	ঃ	১৬৩০	”	ঃ	দ্রুত অবস্থা নিরূপণ (Rapid Appraisal) পদ্ধতি ও কৌশল
১৬৩০	ঃ	১৭০০	”	ঃ	প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া মূল্যায়ন
চতুর্থ দিন					
০৯০০	ঃ	১১০০	ঘন্টা	ঃ	দ্রুত অবস্থা নিরূপণ পদ্ধতি ও কৌশল
১১০০	ঃ	১১১৫	”	ঃ	বিরতি
১১১৫	ঃ	১৩০০	”	ঃ	সাক্ষাৎকার গ্রহণ
১৩০০	ঃ	১৪০০	”	ঃ	বিরতি
১৪০০	ঃ	১৬৩০	”	ঃ	সংযোজনী বা নির্দেশিকা তৈরির কৌশল
১৬৩০	ঃ	১৭০০	”	ঃ	প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া মূল্যায়ন
পঞ্চম দিন					
০৯০০	ঃ	১৩০০	ঘন্টা	ঃ	দ্রুত অবস্থা নিরূপণের জন্য ৩ মাসের কর্মপরিকল্পনা তৈরি
১৩০০	ঃ	১৪০০	”	ঃ	বিরতি
১৪০০	ঃ	১৫০০	”	ঃ	কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলপ্রসু পদক্ষেপ
১৫০০	ঃ	১৭৩০	”	ঃ	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মূল্যায়ন

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

পটুয়াখালীর শেরে বাংলা হল মিলনায়তনে সমবেত অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতিতে কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসক জনাব হেমায়েত উদ্দিন তালুকদার। দেশের মৎস্য সম্পদের ক্রমবর্ধমান ঘাটতি এবং জনগণের প্রত্যাশার আলোকে মৎস্য কর্মকর্তাদের সুনির্দিষ্ট ভূমিকার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং কর্মসূচীটির সাফল্য কামনা করেন। এরপর উপকূলীয় মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের বাস্তব অবস্থা এবং সম্মিলিত দায়িত্ববোধের আলোকে বি, ও, বি, পি'র প্রত্যাশা নিয়ে বক্তব্য রাখেন বি, ও, বি, পি, মাদ্রাজ'এর প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মিঃ রথীন্দ্রনাথ রায় এবং এফ, এ, ও, (রোম) এর জনসংখ্যা কার্যক্রমের মিস্ ইউ, হ্যাইনবাক্। দেশের মৎস্য সম্পদের বর্তমান অবস্থা, অবস্থার আলোকে সরকারের গৃহীত উন্নয়ন পদক্ষেপসমূহ এবং এ উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য কর্মকর্তাদের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা বিশ্লেষণ করে মৎস্য অধিদপ্তরের খুলনার বিভাগীয় উপ-পরিচালক মিঃ আর, আই, চৌধুরী সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন এবং কর্মশালাটির উদ্দেশ্যের সর্বাংগীণ সাফল্য কামনা করেন।

অধিবশেন ১.১ ঃ পরিচিতি পর্ব ও জড়তা কাটানো

সময়ঃ ১ ঘন্টা।

উদ্দেশ্য ঃ পারস্পরিক পরিচয় এবং নিজেদেরকে খোলামেলা করা।

প্রক্রিয়া ঃ

কর্মশালায় উপস্থিত পর্যবেক্ষকগণ এবং প্রশিক্ষক দলের সবাই এক মনোজ্ঞ আত্ম-পরিচিতিমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একে অপরকে জানার সুযোগ পায়।

পদ্ধতিটি ছিলো নিম্নরূপ ঃ

অংশগ্রহণকারীরা প্রথমে সবাই প্রায় অর্ধবৃত্তাকারে নিজ নিজ চেয়ারে বসেন। তারপর সবাই ধারাবাহিকভাবে বাংলা সংখ্যাগুলো (যেমন ঃ ১, ২, ৩, ৪, ...) বলেন। যে যেই সংখ্যাগুলো বলেছেন তা মনে রাখতে বলা হয়। এবার জোড় সংখ্যা উচ্চারণকারী এবং বেজোড় সংখ্যা উচ্চারণকারী (যেমনঃ ২, ৪, ৬, ...এবং ১, ৩, ৫ . . . .) অংশগ্রহণকারীরা দুটি দলে ভাগ হয়ে দুটি সারিতে সারিবদ্ধভাবে মুখোমুখী দাঁড়ান। মুখোমুখী দাঁড়ানোর পর বেজোড় সংখ্যা সারিতে দাঁড়ানো ব্যক্তিদেরকে জোড় সংখ্যা সারির ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সবচেয়ে অপরিচিত জনদের নিয়ে জোড় (২ জনে) বাঁধতে বলা হয়। এমনিভাবে জোড়ায় জোড়ায় বন্ধু নির্বাচিত হওয়ার পর সবাই ছোট দলে আলাদা হয়ে যায়। তাদেরকে ১০ মিনিট সময় দেয়া হয়। এ সময়ের মধ্যে একে অপরকে তাদের বাড়ী, পরিবার, ঠিকানা, পেশাগত বিষয়াবলী ইত্যাদির সম্পর্কে পরিচিত হতে বলা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে সবাই বড় দলে একত্রিত হয় এবং প্রতিটি যুগল একে অপরের পরিচয় সবার সামনে তুলে ধরেন। যেমন মিঃ ক'এর যুগল যদি হয় মিঃ খ, তবে মিঃ ক'এর পরিচয় তুলে ধরবে মিঃ খ। যদি কোন যুগল তাদের সাথীর বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়, তবে তাকে যে কোন একটি অভিনয় প্রদর্শনে বাধ্য হতে হতো (বলা বাহুল্য, এতে কেউ ব্যর্থতার মুখ দেখেননি)। এমনিভাবে পরিচিতি পর্ব এবং জড়তা কাটানোর অনুশীলনটির সমাপ্তি ঘটে।

অধিবেশন ১. ২ ঃ প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা ও উদ্দেশ্য

সময়ঃ ১ ঘন্টা।

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য অবগত হওয়ার পাশাপাশি প্রশিক্ষণের মূল বিষয়সমূহ জানা, প্রশিক্ষণ কোর্সে নিজেদের আশা-আকাংখা তথ্য প্রত্যাশা জেনে নেয়া।

প্রক্রিয়া ঃ

'প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা' শীর্ষক আলোচনায় যাওয়ার পূর্বেই কেন এই প্রশিক্ষণের আয়োজন, বর্তমান প্রশিক্ষণের পটভূমি কি ইত্যাদি সবাইকে এক মনোগ্রাহী আলোচনার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য এবং পটভূমি আলোচনা করতে গিয়ে বি, ও, বি, পি'র মিঃ রথীন্দ্র নাথ রায় বংগোপসাগর উপকূলের মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের ইতিহাস, অবস্থা এবং ঐতিহাসিক পটভূমি তুলে ধরেন। অতঃপর তিনি বলেন-আমাদের মূল লক্ষ্য উপকূলীয় জেলে সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। এ উন্নয়নের পথ

এবং কর্মসূচী আমাদের নিজেদেরই নিতে হবে। প্রয়োজন আবিষ্কারের পথে প্রক্রিয়া শুরু করা। প্রশিক্ষণ সে প্রক্রিয়ারই প্রাথমিক প্রচেষ্টা। তিনি মৎস্যজীবিদের প্রতি সকলের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

এরপর অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে বর্তমান প্রশিক্ষণের প্রত্যাশাগুলো জানতে চাওয়া হয়। মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট প্রত্যাশাগুলো ব্যক্ত করেনঃ

১। অর্থনেতিক উন্নয়নের জন্যে কি কি কার্যক্রম হাতে নেওয়া যেতে পারে তা জানা
২। আর্থ-সামাজিক অবস্থা সমূহ অবগত হওয়ার কৌশল কি কি
৩। উন্নয়নের ক্ষেত্র কতটুকু বিস্তৃত থাকবে
৪। সরকারী সুযোগ-সুবিধাসমূহ কিভাবে জেলেদের মাঝে পৌছে দেওয়া যেতে পারে
৫। টার্গেট গ্রুপ কারা এবং তা নির্বাচনের বিষয়গুলো কি কি হতে পারে
৬। উন্নয়নের ধরণ কেমন হবে
৭। শিক্ষা সম্প্রসারণের কি কি পদ্ধতি থাকতে পারে
৮। মৎস্যজীবি পরিবার, দল এবং সংগঠন সম্পর্কে অবগত হওয়া
৯। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক কি ধরনের হবে
১০। পুরাতন মৎস্যজীবি সংগঠনগুলোকে পূনর্জীবিত করার পদ্ধতি
১১। পয়ঃনিস্কাশন এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থা
১২। বর্তমান সম্প্রসারণ প্রকল্পের সাথে সম্প্রদায়গত উন্নয়নের সম্পর্ক

অধিবেশন ১. ৩ ঃ প্রশিক্ষণ নীতিমালা (Training Norms)

সময়ঃ ৪৫ মিনিট।

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে ফলপ্রসু করার জন্যে প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে যে সমস্ত সম্মত নীতিমালা এবং শৃঙ্খলাগুলো মেনে চলা প্রয়োজন, তা নির্ধারণ করা।

প্রক্রিয়াঃ

"প্রশিক্ষণ কর্মশালাকে যথার্থ এবং কার্যকর করে তোলার জন্য নিশ্চয়ই কিছু নীতিমালা থাকা প্রয়োজন" প্রশিক্ষক দলের এ মতের সাথে সমবেত অংশগ্রহণকারীরা অভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেন। এ প্রেক্ষিতে অংশগ্রহণকারীরা কার্যকর প্রশিক্ষণের জন্যে আলোচনা সাপেক্ষে নিম্নলিখিত নীতিমালাসমূহ অনুসরণের জন্য ঐক্যমত পোষণ করেনঃ

Sensitivity	=	সংবেদনশীলতা
Participation	=	সক্রিয় অংশগ্রহণ
Experimentation	=	যাচাই করা
Responsibility	=	দায়িত্বশীলতা
Openness	=	খোলামেলা মনোভাব

নীতিমালার ইংরাজী শব্দসমূহের আদ্যাক্ষরসমূহকে একত্রে SPERO বলা হয়।

উল্লেখিত মৌলিক নীতিমালা ছাড়াও প্রশিক্ষণকালে দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখা, বলতে ও শুনতে পারার মানসিকতা রাখা এবং প্রতিদিন প্রতিটি অধিবেশনে যথাযথ সময় অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তার কথাও ব্যক্ত করেন।

অধিবেশন ১.৪ ঃ অংশগ্রহণকারীদের ভূমিকা নিরূপণ

সময়ঃ ১ ঘন্টা।

উদ্দেশ্য ঃ দলগত প্রতীক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতীকগুলোর মূল্যায়ন করা ও উন্নয়নে ভূমিকা নির্ণয় করা।

প্রক্রিয়া ঃ

একটি বড় কক্ষে অংশগ্রহণকারীরা অর্ধবৃত্তাকারে বসেছিলেন। এবার তাদেরকে ৩টি দলে ভাগ হতে বলা হয়। ছোট দলে ভাগ হওয়ার পদ্ধতি ছিলো নিম্নরূপঃ

অর্ধবৃত্তাকারে বসা অংশগ্রহণকারীদের প্রথমজন থেকে একে একে সবাই ১, ২, ৩ঃ ১, ২, ৩ ..... সংখ্যাগুলো উচ্চারণ করেন। তারপর যারা ১ উচ্চারণ করেছেন তারা সবাই একদল এবং একইভাবে ২ ও ৩ উচ্চারণকরা অংশগ্রহণকারীরা অন্য ২টি দলে বিভক্ত হন। ছোট দলে ভাগ হওয়ার পর প্রতিটি দল আলাদা আলাদা স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। সে অনুযায়ী ১, ২ এবং ৩ নং দল যথাক্রমে প্রদীপ, বটবৃক্ষ এবং হাতুড়ী-এ তিনটি প্রতীক নির্বাচন করেন। তারপর থেকে দলগুলো এ নামেই পরিচিত হয়। প্রত্যেক দলকে পোষ্টার পেপার সরবরাহ করা হয় এবং প্রতীকগুলো পোষ্টারে অংকনের পর তা বড় দলে কক্ষে উপস্থাপন করতে বলা হয়। উপস্থাপনকালে প্রতীকগুলো কি কি অর্থ বহন করে, তা সার্বিক আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতীকগুলোর তাৎপর্যমূলক নিম্ন অর্থগুলো বের করেনঃ

১ নং দল ঃ প্রদীপ ঃ

- অন্ধকার দূর করে আলো ছড়ায়
- সেবা প্রদান করে
- আত্ম-উৎসর্গীকৃত
- নিঃস্বার্থপরায়ণ
- আবশ্যকীয় এবং প্রয়োজনীয়
- অবিনাশী
- গ্রহণীয়

২ নং দল ঃ বটবৃক্ষ ঃ

- আশ্রয়দাতা
- নির্ভরযোগ্য
- নিঃস্বার্থ
- ত্যাগী
- সম্প্রসারণশীল
- সুদৃঢ়/স্থায়ীত্বের প্রতীক
- অবদানকারী
- সহনশীল
- ক্লেশ দূরকারী
- নিবেদিতপ্রাণ
- সহায়তাকারী

৩ নং দল ঃ হাতুড়ী ঃ

- সংস্কারক
- শক্তিদাতা
- কর্মবীর
- কর্মক্ষম
- প্রতিরোধকারী
- পরিবর্তনকারী
- অনমনীয়/অভংগুর

অনুশীলনীটির শিক্ষামূলক দিক ঃ

প্রতিটি দল প্রতিটি স্বনির্ধারিত প্রতীকের নামান্তর। দলগুলো ঐক্যমতে পৌছেন যে আমরা ব্যক্তি জীবনে, কর্মজীবনে এবং সমাজ জীবনে প্রতীকের অর্থ বহন করবো এবং প্রয়োগে আত্ম-সচেষ্ঠ হবো। কারণ, প্রতীকগুলো ছিলো স্বনির্ধারিত এবং প্রতীকের অর্থও আত্ম-বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে আবিষ্কৃত।

অধিবেশন ১.৫ঃ মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের সমস্যাসমূহ

সময়ঃ ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট।

উদ্দেশ্য ঃ মৎস্যজীবিদের প্রকৃত সমস্যাগুলোকে চিহ্নিতকরণ ও সমস্যাসমূহকে স্তর-বিন্যাসকরণ।

প্রক্রিয়া ঃ

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক, শিক্ষাগত ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের কি কি সমস্যা আছে, তা ছোট দলে পাম্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বের করতে বলা হয়। প্রদীপ, বটবৃক্ষ এবং হাতুড়ী দলগুলো আলাদা-আলাদা ৩টি স্থানে অবস্থান নেয়। প্রত্যেক দলে পোষ্টার পেপার, মার্কার সরবরাহ করা হয় এবং সুনির্দিষ্ট সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে পোষ্টারে লিখে শ্রেণীকক্ষে বড় দলে উপস্থাপন করতে বলা হয়। ছোট দলে আলোচনার সময় বরাদ্দ থাকে ৩০ মিনিট এবং প্রতি দলে ১ জন করে প্রশিক্ষক থাকেন দলীয় আলোচনাকে সহায়তা দেওয়ার জন্যে। দলগুলো মৎস্যজীবিদের বিভিন্ন সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করেন এবং পোষ্টারগুলো একে একে বড় দলে উপস্থাপন করেন। ছোট দলে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত মৎস্যজীবীদের সমস্যাসমূহের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

ক। অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহঃ

- চরম দারিদ্র
- মৎস্য আহরণ ছাড়া অন্য কোন আয়ের উৎস্য নেই
- পুঁজির জন্যে মহাজনদের উপর নির্ভরশীল
- জাল এবং অন্যান্য সরঞ্জামের জন্যে অন্যদের উপর নির্ভরশীল
- বছরে প্রায় ৬ মাস অন্য কোন কাজ ও আয় থাকে না
- সুদের চাপে সর্বদা আতঙ্কগ্রস্থ
- সরকারী বা অন্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য এবং সহযোগিতার অভাব
- মৎস্য আহরণক্ষেত্রে মৎস্য স্বল্পতা
- ভূমিহীন এবং বাসস্থানহীনতা। নৌকা বা নদীর পাড়ে বসবাস
- বাজারের উপর নিজস্ব কোন নিয়ন্ত্রণ নেই
- আহরিত সামগ্রীর ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত
- মাছ আহরণ এবং বাজারজাতকরণে যান্ত্রিক সরঞ্জামের দূর্মূল্য এবং অভাব
- শ্রমের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত

খ। সামাজিক সমস্যাসমূহঃ

- সমাজে তারা অবহেলিত এবং মর্যাদাহীন
- সমাজে তাদের পেশাকে হেয় হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয়
- সমাজে তাদের স্থান অনেক নীচে
- অল্প বয়সের ছেলে-মেয়েরাও মাছ আহরণে নিয়োজিত হয়
- অনেক ধরনের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন
- অসংগঠিত এবং নিজস্ব সংগঠনের অভাব
- যৌতুক, বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহের প্রাধান্য
- প্রভাবশালী ব্যক্তি কর্তৃক নির্যাতিত
- সচেতনতার অভাব
- জন্ম এবং মৃত্যুর হার বেশী
- ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত
- সরকারী এবং অন্যান্য উন্নয়মূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের অভাব
- জেলে পাড়াসমূহের উন্নয়ন (রাস্তা-ঘাট) এবং অন্যান্য সেবা সহায়তা পৌছাতে কেউ উদ্যোগ নেয় না
- নিরাপত্তাহীনতা

গ। শিক্ষাগত সমস্যাসমূহ ঃ

- প্রায় সবাই অশিক্ষিত
- ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনা করাতে চেতনার অভাব এবং কখনো কখনো অপারগতা
- বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা নেই
- মৎস্য আহরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়াবলী সম্পর্কে অসচেতনতা
- মৎস্য সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণ সম্পর্কে কিছু কিছু অজ্ঞতা
- মৎস্য আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা
- নয়া জলমহাল নীতিমালা সম্পর্কে আগ্রহের অভাব

ঘ। স্বাস্থ্যগত সমস্যাসমূহ ঃ

- অধিকাংশই পরিশ্রমের তুলনায় কম খাদ্য গ্রহণ করে। তাই তারা স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীনতার শিকার
- জেলে গ্রামে চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই বললেই চলে
- স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞান পৌছানো হয়নি
- পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে একেবারেই সচেতন নয়
- পয়ঃনিস্কাশন এবং নিরাপদ পানিয় জলের অভাব
- মায়েদের স্বাস্থ্য খুবই খারাপ
- শিশু মৃত্যুর হার বেশী
- বাচ্চাদের মধ্যে কৃমি রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী
- খাদ্যাভ্যাস সঠিক নয়
- আবাসিক অবস্থা ভাল নয়

ঙ। প্রাকৃতিক সমস্যাসমূহ ঃ

- প্রায় সবাই প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার
- দূর্যোগকালে তারা প্রায় সবকিছু হারায়, সর্বস্বান্ত হয়
- মৃত্যু এবং পংগুত্বের হার বেশী
- দূর্যোগকাল অবহিত করা হলেও, সতর্কতা গ্রহণ করেনা
- ব্যবহৃত নৌযান সমূহ সাগরে নিরাপদ নয়, ফলে সহজেই দূর্যোগের শিকার হয়
- দূর্যোগকালীন সময়ে সমূদ্রমোহনা ও সাগরে আশ্রয়ের অভাব
- যথাযথ সতর্কীকরণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা

চ। কারিগরী সমস্যাসমূহ ঃ

- মৎস্য আহরণের উন্নত পদ্ধতি অজানা
- মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যবস্থার অভাব
- জাল তৈয়ারীর উন্নত পদ্ধতির অভাব
- কারিগরী প্রশিক্ষণের অভাব
- মৎস্য আহরণক্ষেত্র নির্বাচনে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা
- মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত নৌযান যথেষ্ট নিরাপদ নয়
- উন্নত প্রযুক্তির প্রাপ্যতার অভাব

ছ। অন্যান্য সমস্যা ঃ

- মৎস্যজীবিরা প্রায় ১২ মাসই নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে
- প্রশাসন মৎস্যজীবিদের রক্ষার জন্যে যথেষ্ট তৎপর নয়

অধিবেশন ১.৬ ঃ আত্ম–মূল্যায়ন

সময় ঃ ১ঘন্টা।

উদ্দেশ্য ঃ কর্মকর্তা বা কর্মী হিসাবে নিজের সবল এবং দূর্বল দিকসমূহের আবিষ্কার ও আত্ম–আবিষ্কারের মাধ্যমে আত্ম–শুদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ।

প্রক্রিয়া ঃ

"কর্মকর্তা/কর্মী হিসাবে এবং ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যেক মানুষের একটা আমিত্ববোধ আছে। এ আমিত্বের মধ্যে কিছু দূর্বল দিকও আছে–যা আত্ম–বিকাশের পথে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে। আমরা আত্ম–বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের এ সম্পর্কিত দিকসমূহ আবিষ্কার করবো"–প্রশিক্ষক দলের এ অভিমতের মধ্যে দিয়ে এ অধিবেশনটি শুরু হয়। আত্ম–আবিষ্কারের পথে আগ্রহী প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে তারপর ২টি করে কাগজ সরবরাহ করা হয়। নিজের নাম গোপন রেখে সবাইকে কর্মকর্তা ও ব্যক্তি হিসাবে তাদেরকে আপন চরিত্রের সবল ও দূর্বল দিকগুলো লিখতে বলা হয়। নির্দিষ্ট সময় পর সবাই তাদের আত্ম–আবিষ্কারমূলক মতামত সম্বলিত কাগজগুলো প্রশিক্ষক দলের কাছে জমা দেন। ব্যক্তিগত পর্যায়ে আবিষ্কৃত মতামতগুলোর সার–সংক্ষেপ ছিলো নিম্নরূপঃ

আমি?

ক. কর্মকর্তা/কর্মী হিসাবে

সবল দিকসমূহ	দূর্বল দিকসমূহ
০ দায়িত্ব সচেতনতা	০ সময় অসচেতন
০ নিরপেক্ষতা	০ সত্য কথা চেপে যাওয়া
০ সম্প্রসারণ কর্মকান্ডে আগ্রহ	০ আয় কম
০ অন্যকে জানানো/শেখানোর চেষ্টা	০ মূল্যায়নের অভাব
০ সহযোগী মনোভাব	০ ধৈর্য্যহীনতা
০ পরোপকারী	০ পরিচালন দক্ষতার অভাব
০ নিয়মিত অফিস করা	০ কারিগরী ও প্রযুক্তি জ্ঞানের অভাব
০ প্রশিক্ষণে আগ্রহী	০ চাকুরীর প্রতি দরদ কম
০ খোলামেলা মনোভাব	০ অধঃস্তনদের অপরাধের ক্ষেত্রে কঠোর হতে না পারা
০ সততা বজায় রাখা	০ অফিসের কাজে কম সময় ব্যয় করা
০ প্রশাসনের নিয়ম–নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল	০ সততা বজায় রাখতে না পারা
০ সদয় ব্যবহার	০ কর্মীদের (ভুল করা সত্বেও) বারবার ক্ষমা করা ও চাকুরীচ্যুত না করা/কর্তৃপক্ষের গোচরে না আনা
০ কাজে মনোযোগী	০ কর্মীদের কাজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেওয়া
০ আনুগত্য	০ পক্ষপাতমূলক আচরণ
০ বিশ্বস্ততা	০ কাজে অনাগ্রহ
০ নীতিবান	
০ সমন্বয় সাধন	
০ সক্রিয় অংশগ্রহণ	
০ যৌথ কাজের মানসিকতা	

আমি?

ব্যক্তি হিসাবে

সবলদিকসমূহ	দুর্বলদিকসমূহ
সৎ, ভদ্র-নম্র, কথারক্ষাকারী, ধর্মভীরু, সত্যবাদী, ধৈর্যশীল, বন্ধুসুলভ, সাহায্যকারী, নিয়মানুবর্তিক, সময়জ্ঞানী, ত্যাগী, প্রতিবাদী, স্নেহ প্রবণ, নিঃস্বার্থ, ভালোবাসা প্রবণ, রুচিশীল, দেশপ্রেমী, পরোপকারী, শান্তিপ্রিয়, কর্মঠ/পরিশ্রমী, জনসেবায় আগ্রহী, সচেতন, আত্ম-নির্ভরশীল।	সন্দেহপ্রবণ, বদমেজাজী/রাগী, আবেগপ্রবণ, ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অলসতা, পরশ্রীকাতর, অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়ার মন,কটু কথা বলতে না পারা, অপ্রিয় সত্য কথা বলতে না পারা, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষমতা, অতিরিক্ত কথা বলা, বেশী ঘোরাফেরা করা, নিজকে হেয় মনে করা।

কর্মকর্তা/কর্মী এবং ব্যক্তি হিসাবে নিজেদের চরিত্রের সবল এবং দূর্বল দিকসমূহ আবিষ্কৃত এবং সম্মিলিত ভাবে উপস্থাপিত হওয়ার পর একটি বিষয়ে সবাই ঐক্যমতে পৌছেন। বিষয়টি হলো-" আমরা আমাদের সবলতাগুলোকে নিজেদের মেধা এবং কাজ দিয়ে আরো সমৃদ্ধ করবো এবং আমরা আমাদের দূর্বলতাগুলোকে যতশীঘ্র সম্ভব কাটিয়ে উঠার প্রয়াসী হবো।"

অধিবেশন ১.৭ঃ প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়া মূল্যায়ন

সময়ঃ ৩০ মিনিট।

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু, প্রক্রিয়া এবং সাংগঠনিক বিষয়সমূহের দূর্বলতাগুলোর আবিষ্কার এবং পরবর্তী দিনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অধিকতর কার্যকর ভূমিকা নেওয়া।

প্রক্রিয়া ঃ
দিন শেষে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে "আজকের" প্রশিক্ষণের ভালো-খারাপ, কার্যকারিতা ইত্যাদির উপর একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করতে বলা হয়। মূল্যায়নের মাপকাঠি হিসাবে ৩টি বিষয়কে উথাপন করা হয়ঃ

১। বিয়য়বস্তু (Contents)
২। প্রক্রিয়া (Process)
৩। সাংগঠনিক সুবিধা (Organisation)

মূল্যায়নের জন্যে পেশকৃত এ মাপকাঠির আলোকে ০-১০ পর্যন্ত একটি স্কেল নির্ধারণ করা হয়। অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে যে কেউ নির্ধারিত মাপকাঠির আলোকে আজকের দিনের প্রশিক্ষণের মূল্যমান স্বাধীনভাবে বলতে পারবেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে যে মূল্যায়ন পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে, প্রথম দিনের প্রশিক্ষণ কার্যকারিতা গড়ে ৮০%, তবে অনেকে সীমাবদ্ধতা সত্বেও কার্যকারিতার পরিমাণ প্রায় ১০০% হিসাবে উল্লেখ করেন।

অধিবেশন ১.৮ঃ মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ

সময়ঃ ৩ ঘন্টা।

উদ্দেশ্য ঃ
- প্রধান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা
- সমস্যাসমূহের কারণসমূহকে চিহ্নিত করা

প্রক্রিয়া ঃ
অংশগ্রহণকারীরা পূর্বদিনের মতোই বড় দলে অর্ধবৃত্তাকারে আসন গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য পূর্বদিনেই বড় দলের ভেতরই ৩টি ছোট দল স্বনির্বাচিত ছিলো। পূর্বদিনে বিভিন্ন দলে আবিষ্কৃত মৎস্যজীবিদের অসংখ্য সমস্যাসমূহের মধ্য থেকে ১০টি প্রধান সমস্যাকে চিহ্নিত করতে বলা হয়। অংশগ্রহণকারীদের মুখোমুখী সমস্যা-চিহ্নিত পোস্টারগুলো টানানো ছিলো। এর মধ্য থেকে তারা ঐক্যমতের নিম্নবর্ণিত ১০টি সমস্যাকে প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেনঃ

১। পুঁজির অভাব/দারিদ্র
২। শিক্ষার অভাব
৩। মাছের স্বল্পতা
৪। জেলেদের স্বাস্থ্যহীনতা
৫। সংগঠনের অভাব/অসংগঠিত
৬। সামাজিক মর্যাদাহীনতা
৭। দক্ষতার অভাব
৮। শোষণ প্রক্রিয়া
৯। বাজারের উপর কোন নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ নেই
১০। জলমহালের উপর কর্তৃত্বের অভাব

তারপর অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা চিহ্নিত ১০টি প্রধান সমস্যা থেকে মোট ৬টি বিশেষ সমস্যা চিহ্নিত করতে বলা হয়। সে অনুয়ায়ী তারা ১০ এর ভেতর থেকে ৬টি বিশেষ সমস্যা পরবর্তীতে চিহ্নিত করেন। এরপর ৩টি ছোট দলকে আলাদা আলাদা ভাবে বলা হয় প্রত্যেকেই জানা ২টি করে সমস্যা চিহ্নিত করেন এবং এ ২টি সমস্যার বিস্তৃত কারণসমূহ উথাপন করেন। এ অবস্থায় ৩টি দল ২টি করে বিশেষ সমস্যা বেছে নেন এবং তাদেরকে পোষ্টার পেপার ও ম্যাজিক মার্কার কলম দেওয়া হয়। তারা আলাদা আলাদা ৩টি স্থানে গোলাকার সারিতে বসেন। পারস্পরিক আলোচনার মধ্যে দিয়ে সমস্যার গভীরে গিয়ে কারণ বা উৎস্যসমূহ চিহ্নিত করেন। তারপর একে একে সবাই বড় কক্ষে আসন গ্রহণ করেন। আসন গ্রহণের পর প্রশিক্ষক দলের পরামর্শ অনুযায়ী দলীয়ভাবে একে একে পোষ্টারগুলো সবার সামনে উপস্থাপন করেন। উপস্থাপন পর্যায়ে কোন বিষয় সম্পর্কে অন্য কোন দলের কারো কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপকরা প্রানবন্ত আলোচনার মাধ্যমে তা পরিষ্কার করে দেন। ৩টি ছোট দলের বিশেষ সমস্যাসমূহের কারণসমূহ আবিষ্কারের সার-সংক্ষেপ ছিলো নিম্নরূপঃ

দল ঃ বটবৃক্ষ ঃ বিশেষ সমস্যা–১ অসংগঠিত

কারণসমূহঃ
- সচেতনতার অভাব
- শিক্ষার অভাব
- নিরক্ষরতা
- প্রভাবশালী মহলের নিয়ন্ত্রণ
- নেতৃত্বের অভাব
- নেতৃত্বের কোন্দল
- সমবায়ী মনোভাবের অভাব
- দারিদ্র
- পরনির্ভরশীলতা
- সংগঠিত করার প্রক্রিয়ার অভাব/অপর্যাপ্ততা

বিশেষ সমস্যা–২ শোষণ প্রক্রিয়া

কারণসমূহঃ
- অসংগঠিত
- নিজেদের শক্তি সম্পর্কে অসচেতন
- শিক্ষার অভাব
- দারিদ্র
- স্বাস্থ্যহীনতা
- প্রচলিত দাদন প্রথা
- কুসংস্কার
- অধিকারগত আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা
- মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ব
- প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের দৌরাত্ব
- নেতৃত্বের অভাব
- সমাজে অবহেলিত

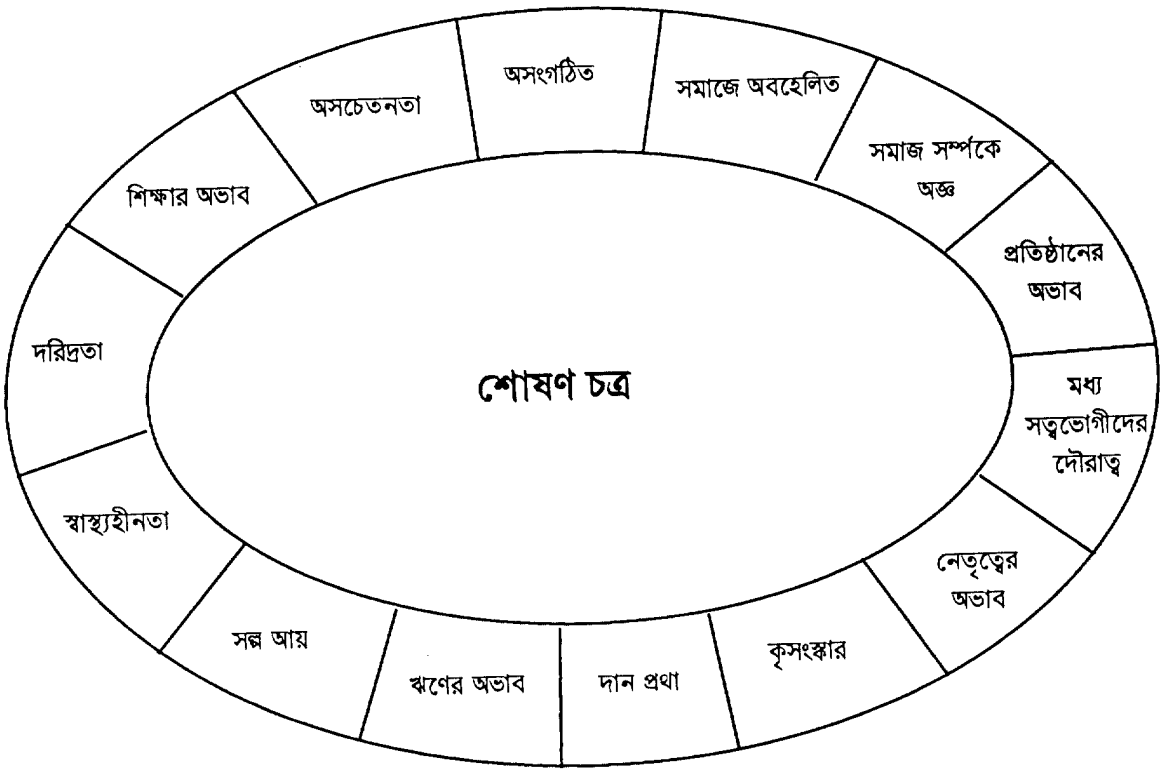

দলঃ প্রদীপ ঃ **বিশেষ সমস্যা–১ মাছের স্বল্পতা**

কারণসমূহঃ

- অতিরিক্ত মৎস্য শিকার
- ছোট মাছ নিধন
- ডিমওয়ালা মাছ নিধন
- অবৈধ জালের ব্যবহার
- অভয় আশ্রমের অভাব
- প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র বিনষ্ট
- কীটনাশক ঔষধ ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া
- পানি দূষণ (কারখানা নির্গত বর্জ্য পদার্থ)
- নদী–নালা ভরাট হয়ে যাওয়া
- পরিকল্পিত চাষাবাদের অভাব
- পানি সম্পদের অপর্যাপ্ত ব্যবহার
- জনসংখ্যা বৃদ্ধি
- সম্পদ লুন্ঠন ও পাচার
- অসচ্ছলতা

বিশেষ সমস্যা–২ জলমহালের উপর কর্তৃত্বের অভাব

কারণসমূহঃ

- ইজারাদারী প্রথা
- অসংগঠিত
- ক্ষমতাহীন
- মৎস্য অধিদপ্তরের হাতে জলমহালের ব্যবস্তাপনা না থাকা
- 'জাল যার জলা তার' নীতি বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা

দলঃ হাতুড়ী ঃ বিশেষ সমস্যা –১ দারিদ্র

কারণসমূহঃ

- মূলধনের অভাব
- সচেতনতার অভাব
- নিজস্ব নৌকা, জাল ও অন্যান্য উপকরণের অভাব
- ভূমিহীনতা
- পরিবারে সদস্য সংখ্যা বেশী
- ইজারাদার ও মহাজনী শোষণ
- সম্পদের উপর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ নেই
- বিশেষ প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের অভাব
- চড়া সূদে মহাজনী ঋণ
- শ্রমের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত
- আহরিত মাছের সঠিক মূল্যের অভাব
- আহরিত মাছের সঠিক বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার অভাব
- প্রাতিষ্ঠানিক উপকরণ ন্যায্যমূল্যে প্রাপ্তির অভাব
- দক্ষতা উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের অভাব
- অমৌসুমে বিকল্প কর্মসংস্থানের অভাব

বিশেষ সমস্যা–২ শিক্ষার অভাব

কারণসমূহঃ

- আর্থিক অস্বচ্ছলতা
- সচেতনতার অভাব
- যথাযথ প্রতিষ্ঠানের অভাব
- কুসংস্কার
- শিশু/কিশোর শ্রম
- শিক্ষা বিস্তারে সমাজপতিদের বিরোধিতা
- প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার অভাব
- নিজস্ব অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞানতা
- নিজস্ব উৎসাহ/আগ্রহের অভাব
- জীবনযাপনে মৌলিক চাহিদার ন্যূনতম প্রাপ্তির অভাব
- সঠিক নেতৃত্বের অভাব
- শ্রেণীশক্তি বিকাশের অভাব

বিশেষ সমস্যাসমূহের কারণসমূহের আবিষ্কার এবং বড় দলে তা উপস্থাপনের পর প্রশিক্ষক দল কারণসমূহের আরো গভীরে প্রবেশের জন্য অংশগ্রহণকারীদের আলোচনায় সহায়তা করেন। পরিশেষে সবাই ঐক্যমত পোষণ করেন যে "সমস্যাগুলোকে সঠিক ভাবে চিহ্নিত করা, সমস্যার কারণসমূহকে যথার্থভাবে উদ্‌ঘাটন করা–সমস্যার প্রকৃত সমাধানের পথে অন্যতম পূর্বশর্ত।"

অধিবেশন ১.৯ ঃ উন্নয়ন ঃ অর্থ, ধারণা এবং পন্থা

সময়ঃ ১ ঘন্টা।

উদ্দেশ্যঃ – উন্নয়নের অর্থ এবং ধারণাগুলোকে স্বচ্ছ করা
– উন্নয়নের পন্থা নির্ণয়ে সহায়তা করা

প্রক্রিয়া ঃ

"উন্নয়ন কথাটি বহুল কথিত এবং প্রচারিত একটি ব্যাপার। উন্নয়নের প্রকৃত অর্থ এবং ধারণা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে, দল থেকে দলে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। তবে উন্নয়নের ধারণাগুলোর মধ্যে যতই ভিন্নতা থাকুক না কেন, একটি বিষয়ে সবাই একমত যে উন্নয়ন নিশ্চয়ই একটি প্রবাহমান প্রক্রিয়া–যার মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট সময়ে সমাজে কোন পরিবর্তন আনা যায়।" উন্নয়ন সংক্রান্ত অংশগ্রহণকারীদের সাথে প্রশিক্ষক দলের এ মুক্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে বর্তমান অধিবেশনের সূচনা করা হয়। শত ফুল ফুটার মতো উন্নয়ন সম্পর্কেও নানা মতবাদ প্রচলিত আছে। এ সম্পর্কিত প্রচলিত ১২টি মতবাদের একটি তালিকা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। অতঃপর তাদেরকে এ মতামতগুলোর পক্ষে এবং বিপক্ষে (নিজস্ব মতে যেটি প্রযোজ্য) নিজ নিজ মতামতগুলো প্রকাশ করতে বলা হয় (কাগজে)। তারপর অংশগ্রহণকারীদের সামনে ' পক্ষে' এবং 'বিপক্ষে' চিহ্ন সম্বলিত দু'টি চেয়ার মুখোমুখী স্থাপন করা হয়। উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন মতামতের মধ্যে প্রথম মতামতটি ছিলো" বর্ধিত উৎপাদনের মাধ্যমে জনগণের মাথাপিছু আয় বাড়ানোই উন্নয়ন প্রচেষ্টার লক্ষ্য হওয়া উচিত।"– এ মতামতের পক্ষে এবং বিপক্ষে ২ জনকে পূর্বেই স্থাপিত ২টি চেয়ারে বসে তাদেরকে পক্ষ সমর্থনের যৌক্তিকতা উপস্থাপন করতে বলা হয়। এটি মূলতঃ একটি বির্তকানুষ্ঠান ছিলো। বিতর্কের পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে অনেকেই যেমন উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সার্বিক জাতীয় আয় বৃদ্ধির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করেন, তেমনি এর বিপরীত পক্ষ অত্যন্ত জোরালো যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে মাথাপিছু আয় বাড়ানো কোনদিন উন্নয়নের মাপকাঠি হতে পারে না। বরং বর্তমান বিশ্বে কল্যাণমূলক সমাজে বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকান্ডের প্রাপ্যতার সাথে ব্যাপক জনগণের নিবিড় সম্পৃক্ততাকেই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অন্যতম মাপকাঠি হিসাবে মনে করা হয়। মূলতঃ সমাজের একাংশের উন্নয়ন তথা সুখকর জীবন যাপনের সাথে ব্যাপক জনগণের দারিদ্র ও ক্ষুধার সংগতিহীন একত্রে বসবাসের মধ্যে দিয়ে মাথাপিছু আয়ের তথ্য সামগ্রিক সমাজের জন্যে কোন অর্থবহ প্রতিশ্রুতি বয়ে আনতে পারেনা। উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রতিটি মতামতের প্রাঞ্জল এবং বস্তুনিষ্ঠ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের সাথে প্রশিক্ষক দলের সদস্যরাও অংশগ্রহণ করেন।

অধিবেশন ১.১০ ঃ উন্নয়নের সংজ্ঞা

সময় ঃ ১ ঘন্টা।

উদ্দেশ্য ঃ উন্নয়ন সংক্রান্ত ধারণাকে অধিকতর পরিচ্ছন্ন করা

প্রক্রিয়া ঃ

"আমরা নিশ্চয়ই গত অধিবেশনের বস্তুনিষ্ঠ বিতর্কের মধ্যে দিয়ে উন্নয়নের বিভিন্ন ধারণাগুলি সম্পর্কে অধিকতর স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করেছি। এ বিতর্কের মধ্য দিয়ে উন্নয়নের পন্থা কি হতে পারে, তা–ও আলোচিত হয়েছে। বিষয়গুলোকে সারসংক্ষেপ করলে অর্থ দাঁড়ায় উন্নয়নের পন্থা মূলতঃ ২ রকমঃ সেবামূখী এবং গণমূখী। এ সম্পর্কে উন্নয়নের পন্থা শীর্ষক হ্যান্ডআউটে আমরা হয়তো আরো বিস্তারিত ধারণা অর্জনে সক্ষম হবো। তবে প্রকৃতই আমরা উন্নয়ন বলতে কি বুঝি অথবা উন্নয়নের সংজ্ঞা কি হবে, তা আমাদের নির্ধারণ করা দরকার।" প্রশিক্ষক দলের এ অভিমতের পক্ষে অংশগ্রহণকারী সবাই ঐক্যমত পোষণ করেন। এ প্রেক্ষিতে বড় দলটিকে ৩টি ছোট দলে ভাগ করা হয়। তিনটি দলই আলাদা আলাদা স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। তাদেরকে আলোচনার মাধ্যমে 'উন্নয়ন' বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা লিখতে বলা হয়। ১৫ মিনিটের মধ্যে ছোট দলগুলো উন্নয়নকে সংগায়িত করে পোষ্টারের মাধ্যমে বড় দলে উপস্থাপন করেন। উপস্থাপনা পর্যায়ে যদি কারো কোন প্রশ্ন থাকে, তবে ছোট দলের সদস্যদের প্রানবন্ত আলোচনার মাধ্যমে তা নিরসন করা হয়। ছোট দলে উপস্থাপিত উন্নয়নের সংজ্ঞাগুলো ছিলো নিম্নরূপঃ

১ নং দল ঃ "উন্নয়ন হলো একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে দেশের সমগ্র জনসাধারণের আর্থ–সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে জীবন–যাত্রার মান পরিবর্তন করা।"

২নং দল ঃ "সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের গুণগত পরিবর্তনই হচ্ছে উন্নয়ন।"

৩নং দল ঃ "উন্নয়ন বলতে বুঝায় সাধারণ মানুষের আত্ম–নির্ভরশীলতার মাধ্যমে আর্থ–সামাজিক অবস্থার গুণগত বিকাশ।"

অতঃপর উন্নয়ন সম্পর্কে তিন দলের তিনটি সংজ্ঞা নিয়ে গভীর আলোচনা ও বিশ্লেষণ হয়। অংশগ্রহণকারীরা সবাই ঐক্যমত পোষণ করেন যে "তিনটি সংজ্ঞাই সঠিক। একজন মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা বা কর্মী হিসাবে আমাদের উন্নয়নের এই সংজ্ঞাগুলো সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে। আমাদের মূল্যবোধকেও পরিবর্তন করতে হবে। গরীব জেলেদের ভাগ্য উন্নয়নে আমাদেরকে নিবেদিত করতে হবে।" অতঃপর এ অধিবেশনের সমাপ্তি টানা হয়।